তারিখ 04 OCT 2016
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

সিলেটের এমসি কলেজে সোমবার মহিলা কলেজের শিক্ষার্থী খাদিজা আক্তার নার্গিসকে প্রকাশ্যে কোপাচ্ছে ছাত্রলীগ নেতা বদরুল আলম (সিসিটিভির ছবি); আশঙ্কাজনক অবস্থায় ওসমানী মেডিকেলে চিকিৎসার পর নার্গিসকে গভীর রাতে ঢাকায় নেওয়া হয় ■ সমকাল

সিলেটে কলেজছাত্রীকে কুপিয়ে রক্তাক্ত করল ছাত্রলীগ নেতা

■ সিলেট ব্যুরো

সিলেটের এমসি কলেজে পরীক্ষা দিতে এসে সরকারি মহিলা কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী এক ছাত্রলীগ নেতার কোপে গুরুতর জখম হয়েছে। ছাত্রীটির নাম খাদিজা আক্তার নার্গিস। গতকাল সোমবার বিকেলে এমসি কলেজ মসজিদের পেছনে এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা সিলেট-তামাবিল সড়ক অবরোধ করে এবং হামলাকারী ছাত্রলীগ নেতা বদরুল আলমকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশের কাছে সোপর্দ করেছে। আহত ছাত্রী ও গণপিটুনির শিকার হামলাকারীকে সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসকরা জানান, মেয়েটির অবস্থা সংকটাপন্ন। অধিক রক্তক্ষরণ হয়েছে। পাশাপাশি গুরুতর জখম হয়েছে মাথায়। এদিকে, ওই ছাত্রীর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় রাত ১২টার দিকে তাকে একটি এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হয়। ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ ইব্রাহিম আলী এ তথ্য ■ পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন হামলাকারী বদরুল ■ সমকাল

সিলেটে কলেজছাত্রীকে

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

নিশ্চিত করেছেন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, সিলেট সদর উপজেলার মোগলগাঁও ইউনিয়নের হাউসা গ্রামের মাসুক মিয়ার মেয়ে খাদিজা আক্তার নার্গিসের বাড়িতে লজিং থাকত শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবি) অর্থনীতি বিভাগের শেষ বর্ষের ছাত্র ও শাবি ছাত্রলীগের সহসম্পাদক বদরুল আলম। সেখানে থাকাকালে মেয়েটির কাছে প্রেম নিবেদন করে সে। নার্গিস বারবার প্রত্যাখ্যান করে। বিকেলে পরীক্ষা দিয়ে বের হওয়ার পর নার্গিসকে এমসি কলেজ মসজিদের পেছনে মানুষের সামনে দা দিয়ে কোপাতে থাকে বদরুল। এ সময় আশপাশের লোকজন নার্গিসের চিৎকার শুনে এগিয়ে যায়। লোকজন আসতে দেখে বদরুল পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। পরে তাকে ধরে গণপিটুনি দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ এসে জনতার কবল থেকে হামলাকারীকে উদ্ধার করে। গুরুতর আহত অবস্থায় নার্গিসকে ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায় লোকজন। এ ব্যাপারে এমসি কলেজের মনোবিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর সালেহ আহমদ বলেন, 'কিছু ছাত্র এসে একটি মেয়েকে কুপিয়ে ফেলে রাখা হয়েছে বলে আমাদের জানায়। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ এসে হামলাকারী যুবককে জনতার কবল থেকে উদ্ধার করে। আমরা ওই মেয়েকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠাই।'

প্রত্যক্ষদর্শী ইমরান কবির বলেন, 'একটি মেয়েকে কোপাতে দেখে এগিয়ে যাই। কলেজ কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্যের সহায়তায় আমরা মেয়েটিকে হাসপাতালে নিয়ে আসি। চিকিৎসকরা বলেছেন, তার রক্তের প্রয়োজন। আমরা কিছু রক্তের ব্যবস্থা করে দিয়েছি। তার অবস্থা সংকটাপন্ন বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন।'

এদিকে এমসি কলেজের শিক্ষার্থীরা জানান, আজ (মঙ্গলবার) সকাল ১০টায় এ ঘটনার প্রতিবাদে মানববন্ধন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে।

প্রেম-সংক্রান্ত বিরোধের জেরে খাদিজার ওপর হামলা হতে পারে বলে জানিয়েছেন সিলেট মহানগর পুলিশের এডিসি (উত্তর) জিদান আল মুসা। তিনি জানান, জনতার সহায়তায় হামলাকারীকে আটক করা হয়েছে।